43

তারিখ ... 2-3 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দৈনিক ইত্তেফাক

# কুমিল্লা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা

কুমিল্লা সংবাদদাতাঃ ঘন বসতিপূর্ণ কুমিল্লা জেলায় ১ হাজার ৪৮৮টি গ্রামে সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। ফলে হাজার হাজার শিশু শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সরকারী হিসাবে জেলার ১২টি থানার ১৭৭টি ইউনিয়নে মোট গ্রামের সংখ্যা ৩ হাজার ৬০৫।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১ হাজার ৩৩৪। ইহা ছাড়া ৪৪৬টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৭টি রেজিষ্ট্রিবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বল্পব্যয়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০২টি, স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৮টি, উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮টি এবং পিটিআই সংলগ্ন প্রশিক্ষণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ১টিসহ মোট ৭ শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২ হাজার ১১৭। এই হিসাবে জেলায় ১ হাজার ৪৮৮টি গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। একই গ্রামে একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হিসাব জেলা শিক্ষা অফিসে নাই।

একজন শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, কিন্ডার গার্টেন ও এবতেদায়ীসহ ১১ প্রকারের প্রাথমিক শিক্ষা এই জেলায় চালু আছে। এই সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সের অধ্যয়নরত শিশুর সংখ্যা সরকারী হিসাবে ৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৭৩। শতকরা ৮০ ভাগই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইতেছে।

এই হিসাবে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে ৬ লক্ষ। প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন হিসাবে শিক্ষক প্রয়োজন ১৩ হাজার। কিন্তু অনুমোদিত শিক্ষক পদের সংখ্যা মাত্র ৬ হাজার ৯৭০। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়িতেছে। কিন্তু সেই হারে স্কুল ও শিক্ষক সংখ্যা বাড়িতেছে না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে। জেলায় ১ হাজার ৩৩৪টি সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রধান শিক্ষকের অনুমোদিত পদের সংখ্যা মাত্র ১ হাজার ৩০৫। ২৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রধান শিক্ষকের কোন অনুমোদিত পদ নাই। সহকারী শিক্ষকের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৫ হাজার ৬৬৫। বর্তমানে শূন্য পদের সংখ্যা ২৭৬।

কোন অনুমোদন ছাড়াই এক হাজার শিক্ষককে সহকারী প্রধান শিক্ষক করা হইয়াছে। পদোন্নতি প্রাপ্য শিক্ষকদের কোন আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয় নাই। তবে দায়িত্ব বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ, অফিসের কাজ কর্মে প্রায়ই প্রধান শিক্ষককে থানা সদরে ব্যস্ত থাকিতে হয়। দায়িত্ব পালন করিতে হয় সহকারী প্রধান শিক্ষককে।

প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন করিয়া শিক্ষক বরাদ্দ এবং নিয়োগ দানের নীতিমালা গ্রহণ করে। কিন্তু অদ্যাবধি উহা বাস্তবায়িত না হওয়ায়, শিক্ষার্থীরা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ঝরিয়া পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ১৯৯০ সালের তুলনায় জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে অনেক। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৩ হাজার ৯৬৬।